একদিন কঙ্কাবতী ও রাজপুত্তর

এম আর হাসান

একদিন কঙ্কাবতী ও রাজপুত্তর !

১ . কঙ্কাবতী

দ্বিধা রেখো না মনে
হাত পেতে রেখেছি হাত ধরতে পারো
কান পেতে আছি
একবার সাহস করে আবারও বলে ফেলতে পারো
বাঙলাতেই বলো, ‘ভালোবাসি‘
উত্তর যদি না পাও
প্রশ্ন করো না
শিখিয়ে দিও প্রতিউত্তর
কাছ থেকে দূরে সড়ে যেও না
বুকের ভেতরে জমে ওঠা
তীব্র রক্তকে প্রশমিত হতে দাও
হৃদয় আমার আজ বড় ব্যাকুল
ভ্রষ্ট পাপ হতে ফিরে
যদি আমি ভালো হয়ে যাই
যদি আমি তোমার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি
মাথায় হাত বুলিয়ে দিও
কঙ্কাবতীর মতন উঠে দাঁড়িয়ে বলবো
কইঃ আমার রাজপুত্তর
যদি ঘুম কোনদিন আর নাই ভাঙে
ধরে নিও
মেঘের প‘রে স্মৃতির প‘রে
সময়ের পরের সময়কে ধরতে
হাঁটছি তোমার হাত ধরবো বলে
দ্বিধা রেখো না মনে
যখন হাত ধরবো তোমার
অন্য কেউ যদি থাকে পাশে
পাশ কাটিয়ে তবু বলবো
এইযে এসেছি
ধীরাজ
ক্ষমা করে দাও বিগত ভুল, মিথ্যে কিছু সংলাপ
কিছু কিছু কঠিন প্রতীঞ্জা
মাশুল গুনছি আমি

কৃপা করতে কৃপন হইও না তখন ।

২ . রাজপুত্তর

যে পাপ তাপে জ্বলছি
যে ছোঁয়ায় বিষ খেতে গিয়েও
বেঁচে মরে গেছি
যে ঈশ্বর আমার ছিলো না কাছে
মেনেছি তাকেও
যে অনুরাগে তানসেন বৃষ্টি ঝড়ায়
যে অভিমানে বেটোভেনের সিম্ফনী আমার আকাশকে
মেঘে ঢেকে দেয়
যে মূর্ছনায়
হিংস্র শ্বাপদের চোখও জলে ভেজে
ভলোবাসা মানে স্বাধীনতা নয়
ভালোবাসা মানে নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে
পরাধীনতা
আজগের তুমি যখন আমার ছিলে
যেমন আমি ছিলাম তোমার পরাধীন, সুখ ছিলো
এখনকার তুমি পরাধীন নও
ভোগী-যোগীতে বেশুমার ভেদ
বহু দিন পর এসেছো শাপ মুক্তি-ভিক্ষায়
কোনো মানে হয় না এসবের আর
পুরোহিত মশাই কি মন্ত্র ভুল পড়ে ছিলো ?
ঈশ্বরকে ডাকো সাক্ষী ছিলেন তিনি
প্রশ্ন কোরো তাকে
দ্বিধা রেখো না মনে
আমি চললুম
অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে ।

৩০.১০.২০০৫/সিডনি
mrhasan@gmail.com